"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনো রকম বিকর্ম করে তা লুকিয়ে রেখো না, লুকিয়ে সভাতে বসলে অনেক কঠিন সাজা ভোগ করতে হয়। সেইজন্যই সাবধান - বিকারের কড়া ভুল কখনো করো না*

*প্রশ্নঃ - কোন্ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুরুষার্থে সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে?

*উত্তরঃ - লক্ষ্য হলো - আমাদেরকে সুসন্তান হয়ে, মাতা-পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে, তাঁদের সিংহাসনে বসতে হবে । প্রত্যেক পদক্ষেপে ফলো ফাদার করতে হবে। এমন কোনো আচার-আচরণ যেন না হয় যার দ্বারা এই বংশের কলঙ্কের কারণ হয় । এমন সুসন্তানেরা নিজেদেরকে যাত্রী জেনে, এই যাত্রাপথে সর্বদাই তৎপর হয়ে থাকে। যাত্রী কখনো যাত্রাপথে পতিত হওয়ার মতো কাজ করে না, যদি কেউ বিকারের বশীভূত হয়ে যায়, তাহলে সে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তার সকল সত্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়, অতঃপর তার দুঃখের সীমা থাকে না।

*গীতঃ- শৈশবের দিন গুলি ভুলে যেও না.....

ওম্ শান্তি । এই গান তো বাচ্চাদের জন্যই। মাম্মা বাবা বলে ডেকে, পুনরায় যদি বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে জানবে যে সেটা তার মৃত্যুর সমান। অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। বাচ্চারা বলে - আমি সেই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান এবং বিচিত্র। প্রকৃতপক্ষে যখন আমি পরমধামে থাকি, তখন আমারও কোন চিত্র থাকে না। তারপর চিত্র সহকারে ৮৪ জন্ম ভোগ করে, এখন আমরা ঈশ্বরীয় কোলে আশ্রয় নিয়ে তাঁর সন্তান হয়েছি। নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বরের কোলের সন্তান নিশ্চয় করে, তারপর যদি বিকারগ্রস্ত হও - তাহলে তা মৃত্যুর সমান। তোমরা এই কথা নিশ্চয়ই জানো যে - বাবা যেমন একাধারে সুখ প্রদান করেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি ধর্মরাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ বুঝে নেন। বাবা কখনো দুঃখ দেন না। তিনি তো সুখদাতা। বাবা বুঝিয়েছেন - লৌকিক দুনিয়াতে গভরমেন্ট এর সাথে ধর্মরাজ অর্থাৎ চিফ জাস্টিস (প্রধান বিচারপতি) থাকে। একে অপরকে শপথবাক্য পাঠ করাতে থাকে। এখন ভগবান নিজেই বলছেন - যদি তোমরা বিকারগ্রস্ত হয়ে পতিত হয়ে যাও, আর তা স্বীকার না করে থাকো, তাহলে শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। বাবার সন্তান হয়ে যদি লুকিয়ে নরকের অভিমুখে গমন কর আর তারপর বাবাকে তা না জানিয়ে থাকো তাহলে একেবারে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আর তারপর যতই পুরুষার্থ করো না কেন, বিজয়প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। এইরকম অনেক বাচ্চাই রয়েছে যারা এমন কাজ করেও তা বাবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। বিকারগ্রস্ত হওয়া - অনেক বড় পাপকর্ম। এই পাপকর্মের কথা বাবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলেই মরবে। এর থেকে তো ভালো হতো যদি বাবার সন্তান না হতে। কোন কুপুত্র সন্তান যদি হয় তাহলে লৌকিক পিতা বলেন যে - এই বাচ্চা থাকার থেকে না থাকা ভালো। এইরকম ভেবোনা যে - বাবা জানতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ইনি (ব্রহ্মা) বাহ্যর্যামী, তাই ইনি জানতে পারেন না। কিন্তু শিববাবা তো খুব ভালোভাবেই জানতে পারেন। বাবা বলেন যে - আমি তো সকলকে সুখ দিতে এসেছি । প্রত্যেকে তার নিজের চালচলন অনুযায়ী সাজা ভোগ করে। বাবা তো সকলকেই শ্রীমতের কথা বলে থাকেন। এক্ষেত্রে নারীদেরকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, কখনো কোনো বিষয়ে মিথ্যা কথা বোলো না। বাবা পুরুষদের থেকেও নারীদের প্রতি অধিক করুণাময় কারণ নারীকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। বাবা এসে মাতাদের হাতেই জ্ঞানের কলস দিয়েছেন। তাই মাতাদের ওপর অনেক রেস্পন্সিবিলিটি (দায়িত্ব) রয়েছে। বাবা ক্রোধমুক্ত হওয়ার জন্যও এত বলেন না, যতটা বিকার মুক্ত হওয়ার জন্য বলছেন। বাস্তবে এই সভাতে কোন পতিত বসতে পারে না। আবার অনেক সময় পতিতদের সাথে সাক্ষাৎ করতেও যেতে হয়। ধনী ব্যক্তিরা অধিকাংশই পতিত হয়ে থাকে, তার কারণ তাদের কাছে অত্যধিক ধনসম্পত্তি থাকে। মাতাগণ করুণ আর্তনাদ করে যে, বস্ত্রহীন (নগ্ন) হওয়া থেকে রক্ষা করো। সকলেই দুঃখী। মাতাদের করুণ আর্তনাদ শুনে বাবা আসেন। মাতাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকা উচিত। মাতাদের নাম রয়েছে পোখরাজ পরি, নীলম পরি.....।

বাবা সাবধান করে দেন - এখানে অসুর থেকে দেবতা তৈরি করা হচ্ছে। পতিতকে অসুর বলা হয়। এ সমস্ত দুনিয়াটাই এখন পতিত আসুরিক দুনিয়া। প্রতি দুনিয়াতে কোনো পবিত্র ব্যক্তি থাকতে পারে না। সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, তারা দেবতাদের মতো পবিত্র নয়। তাঁরা এই পতিত দুনিয়াতেই তো বসবাস করেন। তারা নিবৃত্তি মার্গ অনুসরণ করেন। সত্যযুগে সকলেই পবিত্র, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন। এখন তোমরা এখানে এসেছ সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হয়ে উঠতে কারণ এ

হলো সম্পূর্ণরূপে পতিত দুনিয়া। এখানে একজনও পবিত্র নয়। ত্রেতাযুগেও ২ কলা কম হয়ে যায়। সত্যযুগে থাকে ১৬ কলা, ত্রেতাযুগে ২ কলা কমে যায়। বাস্তবে ত্রেতাযুগকে স্বর্গ বলা হয় না। স্বর্গ তো শুধুমাত্র সত্য যুগেই থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে তৈরি হয়ে উঠতে হবে, সত্য যুগে যাওয়ার জন্য। বিকারগ্রস্ত হয়ে অধঃপতন হলে স্বর্গে আসতে পারবে না। মূল কথা হলো যে - কখনো যেন পতিত হয়ো না। শিববাবা তো সব কথাই জানেন, কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকে এক এক করে কত জিজ্ঞাসা করবেন। অপবিত্র হয়ে, বাবার কাছ থেকে সে কথা লুকিয়ে রাখলে, অত্যন্ত কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। ট্রাইবুনাল (বিচার সভা) বসবে, তাতে বাবাও থাকবেন আর ধর্মরাজও থাকবেন। তারপর ধর্মরাজ বলেন যে তোমরা কোন সময়ে বিকারগ্রস্ত হয়েছিলে আর তারপর সভাতে এসে বসেছিলে। আগে বলনি এখন সাজা ভোগ করো। তাই বাবা বলে দেন যে, অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। বিকারগ্রস্ত হয়ে গেলে, তারপর এখানে এসে বসতে পারবে না। এইরকম বহুজনই আছেন যারা সেন্টারে এসে বসে। বাবা এটাও জানেন যে - কাউকে যদি বসতে মানা করা হয় তাহলে একসময় তারা অসুর হয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। ট্রেটার (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায়, হইচই হাঙ্গামা করতে থাকে। একে বলা হয় পতিত রাজ্য, কাঁটার দুনিয়া। এখানে রাজা রাণী তো নেই। যেমন বড় বড় মিনিস্টার রয়েছেন, সেরকমই প্রজারাও রয়েছে। ওরা এসব কথা বুঝবে না। সত্য পিতার প্রতি, তোমাদের সততাকে ধারণ করে থাকতে হবে। সত্য হৃদয়ের প্রতি সাহেব রাজি হয়ে যান। বুদ্ধির তালা তিনি খুলে দেন। সত্যিকারের হৃদয় যদি না থাকে, তাহলে বাবা বুদ্ধির তালা খুলে দেন না। ফলে আনন্দের অনুভূতি হবে না, শুকিয়ে যাবে, বিঘ্ন আসতেই থাকবে। সেই কারণেই বাবা বোঝাতে থাকেন। শাস্ত্র ইত্যাদিতেও লেখা রয়েছে - ইন্দ্রপ্রস্থে কোনো শয়তান অসুর লুকিয়ে বসে যেত। এখানে অথবা সেন্টারেও এভাবেই এসে বসে যায়। কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখতে থাকে অথবা কুমারীদেরকে দেখতে থাকে, তাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে থাকে।

এখন অসীম জগতের বাবা এসে বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন, এসব কথা দুনিয়ার বাকি লোকেরা জানে না। ভগবান তো নিজেই জ্ঞানের সাগর তিনি বসে সকলকে বোঝাতে থাকেন। এই বাবাকেই শুধুমাত্র স্মরণ করতে হবে, তার কারণ এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। এখন তোমরা স্মরণের যাত্রা পথে রয়েছো। যাত্রায় চলতে চলতে বিকারগ্রস্ত হয়ে অধঃপতন হলে, ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এটা বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে - আমরা সকলে যাত্রাপথে চলছি, কখনোই বিকারগ্রস্ত হওয়া চলবে না। আজকালের দুনিয়া অত্যন্ত পঙ্কিল। লৌকিক তীর্থযাত্রাতেও পান্ডারা অত্যন্ত সুযোগসন্ধানী হয়। এই বিষয়ে বাবার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাবা এসে সবচেয়ে বেশি কুমারী এবং মাতাদেরকে জাগিয়ে তোলেন। জগৎ অম্বা শক্তিসেনার মহিমা রয়েছে। বাবা বোঝাতে থাকেন যে, সর্বদা এ কথা মনে রাখা উচিত যে - যেমন কর্ম আমরা করব আমাদেরকে দেখে অন্যেরা করবে। যদি বি. কে. দের মধ্যে কোনো প্রকারের বিকার, দেহ-অভিমান অথবা লোভ ইত্যাদি থাকে, তাহলে তারা সার্ভিস (সেবা) করতে পারবে না। তখন কোনো জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রশ্ন করলে তারা উত্তর দিতে পারে না, ফেল হয়ে যায়, জিজ্ঞাসুরা বিরক্ত হয়ে যায়। একজন ব্রহ্মকুমারী যদি ভালোভাবে তৈরি হয়, তাহলে সে এই দোকানও ভালোভাবে চালাতে পারবে। যে ভালোভাবে সার্ভিস করে সে মহারাজা মহারানী হয়ে থাকে। সার্ভিস কম করলে মহারাজা মহারানীর দাস-দাসী হয়ে যাবে। লক্ষ্মীনারায়ণেরও তো দাস-দাসী থাকবে। তারা তো কিং কুইনদের সাথেই থাকে। এখানে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠার যাত্রাপথে রয়েছ। যদি যাত্রাকে ভুলে যাও, শিববাবা অথবা নিজেদের সুইট হোমকে ভুলে যাও, তাহলে মায়া সজোরে এক থাপ্পড় কষিয়ে দেবে। তোমাদেরকে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। বিকার থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। এখানে কোন কথাই লুকিয়ে থাকে না, শিববাবার কাছ থেকে কেউ কোনো কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না, অন্তিমে তাকে সাজা তো দিতেই হবে।

বলা হয়ে থাকে - ফলো ফাদার মাদার... । বাবা এইরকম কোনো কিছু করেন না। বাবার কাছে তো অনেকেই আসেন, তাদের কথাবার্তা-ধরনধারণ থেকেই বোঝা যায় যে সেই ব্যক্তি পতিত, পবিত্রতা ধারণ হয় না। বাবা বুঝতে পারেন, তখন তিনি মুরলীতে সে কথা বুঝিয়ে দেন। এইরকম অনেকেই রয়েছে যারা এ কথা লুকিয়ে যায়। এই যাত্রা পথে চলতে চলতে বিকারগ্রস্ত হয়ে যাওয়া, অত্যন্ত হানিকারক। এর ফলে বিজয় মালাতে তোমাদের স্থান হবে না। যদি তোমরা চাও যে তোমরা সূর্যবংশী হবে, তাহলে এই যাত্রা পথে চলতে চলতে কখনোই অপবিত্র হয়ো না। তারা যে যাত্রাপথে যাত্রী হয়ে চলেছে - বাচ্চারা একথা ভুলে যায়। কেউ কেউ সারাদিনে এক ঘন্টা, আধ ঘন্টাও বাবাকে স্মরণ করেনা। বাবার স্মরণে থাকা তাদের কাছে বড়ই কঠিন। তখন তারা রাজকীয় পরিবারে দাস-দাসীর পদপ্রাপ্ত করে। তোমরা পুরুষার্থ করে মাতা পিতার সিংহাসনের যোগ্য হয়ে দেখাও। তা না হলে বাবা বলবেন যে - কুসন্তান, তাই সঠিকভাবে শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলে না। ব্রাহ্মণেরা, তোমরা সকলেই যাত্রা পথে রয়েছো। যদি তোমাদের কোন চালচলন এই ব্রাহ্মণ বংশের কলঙ্কের কারণ হয়, তাহলে তার অত্যন্ত কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। তোমরা তো জন্ম জন্মান্তর ধরে গর্ভ জেল বার্ডস্ হয়ে থেকেছো। এখন সকল মানুষই জেল বার্ডস্ (জেলে আসছে আর যাচ্ছে)। মুহূর্মুহূ তাদেরকে সাজা ভোগ করতে হয়। এখন

তোমাদেরকে গর্ভমহলে যেতে হবে। সুতরাং এর জন্য কত মেহনত করতে হবে! তোমরা যখন যেখানেই থাকো না কেন, ট্রেনে রয়েছো অথবা তোমরা অন্য কোথাও যাত্রা পথে ভ্রমণে যাচ্ছ, সর্বদা বাবার স্মৃতিতে থাকতে হবে। বলার সময় তো সকলেই বলেন যে - আমরা নারায়ণ অথবা লক্ষ্মীকে বরণ করবো। তাহলে তাদের মত নিজেকে তৈরি করে দেখাও। যদি পদপ্রাপ্ত না করতে পারলে ,তাহলে আর কি করলে। বাবা সাবধান করে দেন। বাবার কাছে এলে, বাবা হাসির কথা, মজার কথা ইত্যাদির মাধ্যমে ভুলিয়ে রাখেন। কারো কারোর তো মোহের পোকা এমন ভাবে গ্রাস করেছে, যেমন বানর বানরী হয়ে থাকে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের থেকে বুদ্ধিযোগ কিছুতেই ছিন্ন হয় না । যারা অপবিত্র হয়ে যায় তারা বাবাকে পত্র লেখে - বাবা আমরা হেরে গেছি, কাম বিকারের নর্দমায় পড়ে গেছি। ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বাবা বারে বারে সাবধান করতে থাকেন যে - তোমরা তো যাত্রা পথে চলছো। এখানে কাম বিকারে ফেঁসে যাওয়া উচিত নয়। ফেঁসে গেলে অত্যন্ত দুঃখী হয়ে যাবে। বাবার কাছ থেকে বৈকুন্ঠের উত্তরাধিকার নিতে হলে, এইরকম ভুল করে নিজের সর্বনাশ কখনো ক'রোনা। কাম বিকার হলো মহাশত্রু। আদি মধ্য অন্ত শুধু দুঃখই দেয়। মৃত্যুলোকে সবাই আদি মধ্য অন্ত শুধু দুঃখই ভোগ করে। সত্যযুগকে বলা হয় অমরলোক। অমরনাথ শিববাবার কাছ থেকে তাঁর এই জ্ঞান অমৃতের কথা শুনলে, তবে বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধা এবং কুমারী কন্যারা বিকারের জাল থেকে মুক্ত হয়ে রয়েছে, বিধবারাও অত্যন্ত ভাগ্যশালী। শিববাবা তো হলেন পতিদেরও পতি । ঈশ্বরীয় পাঠশালাতে এসে মুরলী শুনলে, নতুন নতুন বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারবে। অসীমের পিতা এসে, তোমাদেরকে স্বর্গের মতো পবিত্র দুনিয়ার মালিক করে তোলেন, তাহলে চট করে তাঁর কথা শুনে পবিত্র হয়ে ওঠা উচিত, তাই না। যদি তোমরা হোঁচট খেতে থাকো, বিষ পান করতে থাকো, তাহলে জ্ঞানের ধারণা হবে না। এই জ্ঞান রত্ন ধারণের জন্য সোনার বাসন চাই। বাবা নিরহংকারী হয়ে এই পতীত দুনিয়াতে আসেন, তাঁকে শুধুমাত্র বাচ্চারাই জানতে পারে। তাদের মধ্যেও কাউকে কাউকে, মায়া একেবারে নাকানি চোবানি খাইয়ে অধঃপতন করিয়ে দেয়। তখন তাদের মনে এই জ্ঞানের প্রতি, বাবার প্রতি রিগার্ড থাকে না। আহা, ভগবান এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন! আমরা কত সৌভাগ্যশালী! বাবা কত সাধারন দেহে প্রবেশ করে এসেছেন! বাচ্চারা, তোমাদেরকেও তো নিরহংকারী হয়ে উঠতে হবে। তিনি তো নিরাকার, তাঁর কখনোই দেহের অহংকার হয় না। তোমরাও নিরহংকারী হয়ে ওঠো। যখন তোমরা মরে যাবে, তোমাদের কাছে সমগ্র দুনিয়াটাই মরে যাবে। এখন তোমাদেরকে বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে, এই কবরখানাকে স্মরণ করে কি পাবে। নিজের সাথে নিজে এমনি করে কথা বলতে থাকবে, তবেই খুশির পারদ ঊর্ধ্বগামী হবে আর সর্বদা প্রফুল্লিত হয়ে থাকবে।

তোমরা বাবার সাথে এই যাত্রায় চলেছ, বাবা তোমাদেরকে নিতে এসেছেন। এমন যেন না হয় যে, মায়া এসে নাক কান কেটে দিল। তখন বাবার কাছ থেকে জ্ঞান শুনেও, তা ধারণ করতে পারবে না, খুশির পারদ ঊর্ধ্বগামী হবে না। বহু জনকে এই জ্ঞান দান করলে তাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে। জ্ঞান মার্গে সকলের প্রতি অত্যন্ত মধুর স্বভাবের হয়ে থাকতে হবে। নোনা জলের মতো কখনো হয়োনা। বিকারী সম্বন্ধের প্রতিও এবং দৈবী সম্বন্ধের প্রতিও সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে। উভয় পক্ষের প্রতিই স্নেহ রাখবে। বাবাও তাঁর সুসন্তানদের দেখে আনন্দিত হন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এখন আমরা যাত্রাতে রয়েছি। সেইজন্য অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে। অবশ্যই পবিত্র হয়ে থাকতে হবে।

২) বাবার মতো নিরহংকারী হতে হবে। আমাকে বাবার কাছে যেতে হবে, সেইজন্য সকলের থেকে মোহ মুক্ত হয়ে যেতে হবে। নিজের সাথে নিজে কথা বলে প্রফুল্লিত থাকতে হবে ।

বরদানঃ- "যিনি করানোর তিনি করাচ্ছেন", এই স্মৃতির দ্বারা নিমিত্ত হয়ে প্রতিটি কর্ম করে বেপরোয়া বাদশা ভব

যিনি চালানোর তিনি চালাচ্ছেন, যিনি করানোর তিনি করাচ্ছেন - এই স্মৃতির দ্বারা নিমিত্ত হয়ে প্রতিটি কর্ম করতে থাকো তাহলে, বেপরোয়া বাদশা হয়ে থাকবে। "আমি করছি" - এই বোধ এলে, বেপরোয়া হয়ে থাকতে পারবে না। বরং বাবার দ্বারা আমি নিমিত্ত হয়ে আছি - এই স্মৃতি তোমাদেরকে চিন্তামুক্ত বা নিশ্চিন্ত জীবনের অনুভব করায়, কাল কি হবে - তার কোনো চিন্তা থাকবে না। তাদের এই নিশ্চয় থাকে যে, যা হচ্ছে তা ভালোই হচ্ছে, আর যা হতে চলেছে তা আরো ভালো হবে, কারণ যিনি করাচ্ছেন তিনি

সর্বোত্তম।

স্লোগানঃ- নিজের শান্তি এবং সুখের ভাইব্রেশন এর দ্বারা প্রত্যেককে সুখ শান্তির অনুভূতি করাও, তখন বলা হবে প্রকৃত সেবাধারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;